BANERJI STUDIO
ঋষি
বঙ্কিমচন্দ্রের
আনন্দমঠ
প্রা ই মা
ANANDAMATH : 1951

সংগঠনকারিগণ

আলোকচিত্র : সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরশিল্পী : সুবল দাশগুপ্ত

শব্দানুলেখন : শিশির চট্টোপাধ্যায়

দৃশ্য-পরিকল্পনা : ব্রতীন ঠাকুর : শিল্প-নির্দ্দেশ : বিজয় বোস

সম্পাদনা : অজিত দাস : পরিস্ফুটন ও মুদ্রণ : ধীরেন দাশগুপ্ত

ষ্টুডিও-ব্যবস্থাপনা : প্রমোদ সরকার : রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী

আলোক-সম্পাত : হেমন্ত দাস : স্থিরচিত্র : ষ্টিল ফটো সার্ভিস

ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধানে : গোপালদাস গাঙ্গুলী

শুভানুধ্যায়ী : রায় বাহাদুর বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সহকারীগণ

পরিচালনায় : ধীরেন্দ্র দত্ত, অনিল দত্ত, নারায়ণ দাস, মাণিক বন্দ্যো:, দেবু ভদ্র, নির্ম্মল বন্দ্যো:

আলোকচিত্রে : নলিন, নরসিংহ, ক্ষেত্র

সুরশিল্পে : শ্যামল : শব্দানুলেখনে : সুনীল, সুধীর

সম্পাদনায় : নির্ম্মলানন্দ, প্রমোদ, বুলু

ব্যবস্থাপনায় : অনিল, দুলাল, মদন, মাণিক, মনা

রূপসজ্জায় : দুলাল দাস, দুর্গা চট্টো:

আলোক-সম্পাতে : অনিল, অজিত, মাখন, মনোরঞ্জন

পরিস্ফুটন : সামান্য, ননী, অমূল্য রবীন, কালিপদ

আর, বি, মেহেতার তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ হইতে মুদ্রিত

নিউ স্ক্রীন প্লেজ লিঃ-এর নিবেদন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **সতীশ দাশগুপ্ত**

সুনন্দা দেবী, অনুভা গুপ্তা, স্বাগতা, নিভাননী, অহীন্দ্র, কমল, বিপিন, গুরুদাস, মনোরঞ্জন, জীবন, গৌতম, নীতীশ, জয়নারায়ণ, ম্যালকম্, তুলসী চক্র:, পিয়ার্সন মুরিটা, ব্যাসিল, জার্ডিন, পঞ্চানন, জহর রায়, পান্নালাল, বিনয় দাস, বিশু, বিনয়, শচীন, কল্যাণী, কল্পনা ও আরও হাজার হাজার

(এক)

রচনা—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

(ভবানন্দের গান)

বন্দেমাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥

(সমবেত কণ্ঠে)

সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদ করালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃত তখরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীং মাতরম্॥
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে॥
ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী
কমলা কমলদল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাম্।
নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥

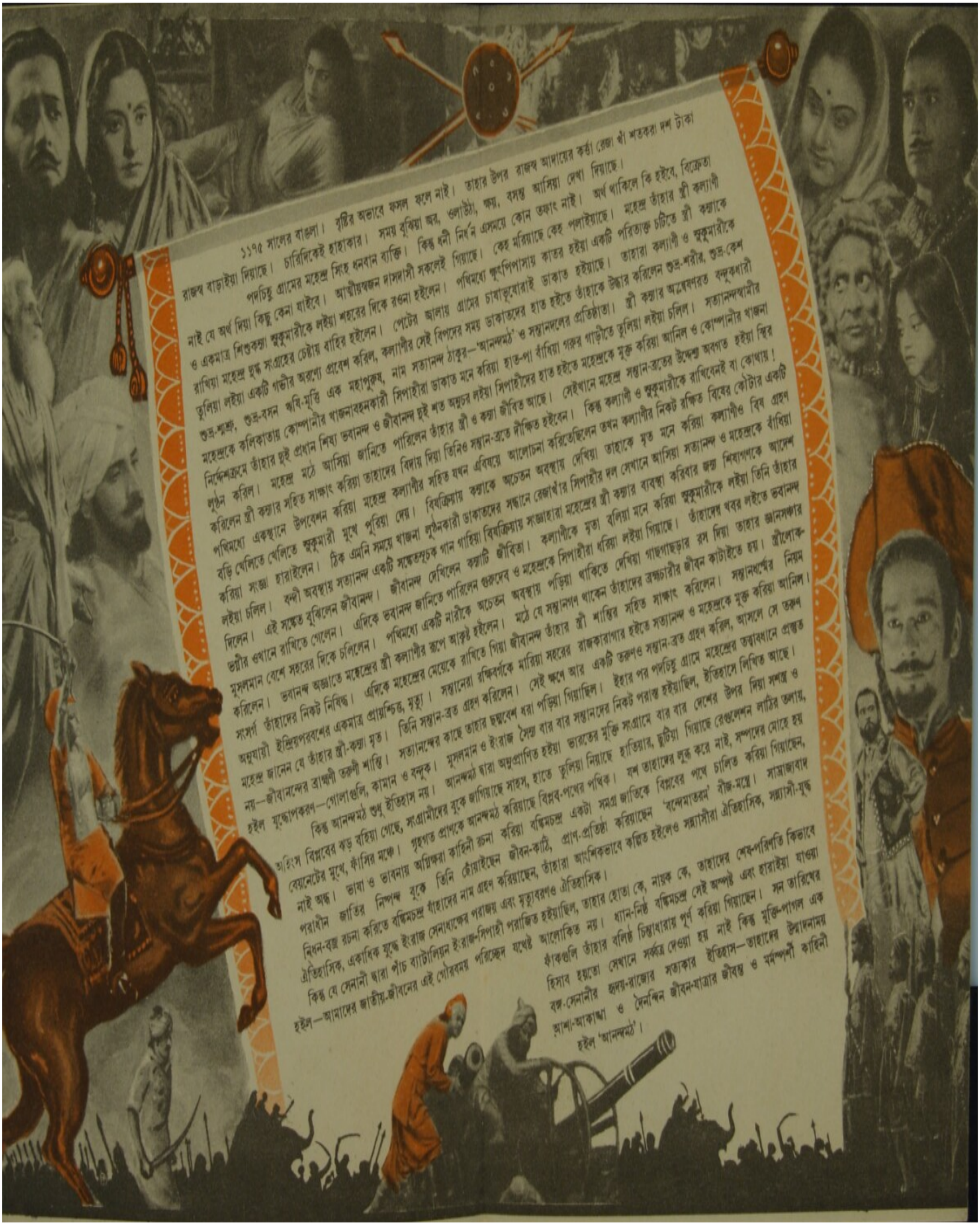
১১৭৫ সালের বাঙলা। বৃষ্টির অভাবে ফসল ফলে নাই। তাহার উপর রাজস্ব আদায়ের কর্তা রেজা খাঁ শতকরা দশ টাকা
রাজস্ব বাড়াইয়া দিয়াছে। চারিদিকেই হাহাকার। সময় বুঝিয়া জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত আসিয়া দেখা দিয়াছে।
নাই যে অর্থ দিয়া কিছু কেনা যাইবে। পদচিহ্ন গ্রামের মহেন্দ্র সিংহ ধনবান ব্যক্তি। কিন্তু ধনী নির্ধন এসময়ে কোন তফাৎ নাই। অর্থ থাকিলে কি হইবে, বিক্রেতা
ও একমাত্র শিশুকন্যা সুকুমারীকে লইয়া শহরের দিকে রওনা হইলেন। পেটের জ্বালায় গ্রামের চাষাভুষোরাই ডাকাত হইয়াছে। মহেন্দ্র তাঁহার স্ত্রী কল্যাণী
রাখিয়া মহেন্দ্র যুদ্ধ সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইলেন। কেহ মরিয়াছে কেহ পলাইয়াছে। তাহারা কল্যাণী ও সুকুমারীকে
তুলিয়া লইয়া একটি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল, কল্যাণীর সেই বিপদের সময় ডাকাতদের হাত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন শুভ্র-শরীর, শুভ্র-কেশ
শুভ্র-শ্মশ্রু, শুভ্র-বসন ঋষি-মূর্তি এক মহাপুরুষ, নাম সত্যানন্দ ঠাকুর—'আনন্দমঠ' ও সন্তানদলের প্রতিষ্ঠাতা। স্ত্রী কন্যার অন্বেষণরত বন্দুকধারী
মহেন্দ্রকে কলিকাতায় কোম্পানীর খাজনাবহনকারী সিপাহীরা ডাকাত মনে করিয়া হাত-পা বাঁধিয়া গরুর গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া চলিল। সত্যানন্দস্বামীর
নির্দেশক্রমে তাঁহার দুই প্রধান শিষ্য ভবানন্দ ও জীবানন্দ দুই শত অনুচর লইয়া সিপাহীদের হাত হইতে মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া আনিল ও কোম্পানীর খাজনা
লুণ্ঠন করিল। মহেন্দ্র মঠে আসিয়া জানিতে পারিলেন তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা জীবিত আছে। সেইখানে মহেন্দ্র সন্তান-ব্রতের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া স্থির
করিলেন স্ত্রী কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের বিদায় দিয়া তিনিও সন্তান-ব্রতে দীক্ষিত হইবেন। কিন্তু কল্যাণী ও সুকুমারীকে রাখিবেনই বা কোথায়!
পথিমধ্যে একস্থানে উপবেশন করিয়া মহেন্দ্র কল্যাণীর সহিত যখন এবিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন তখন কল্যাণীর নিকট রক্ষিত বিষের কৌটার একটি
বড়ি খেলিতে খেলিতে সুকুমারী মুখে পুরিয়া দেয়। বিষক্রিয়ায় কন্যাকে অচেতন অবস্থায় দেখিয়া তাহাকে মৃত মনে করিয়া কল্যাণীও বিষ গ্রহণ
করিয়া সংজ্ঞা হারাইলেন। ঠিক এমনি সময়ে খাজনা লুণ্ঠনকারী ডাকাতদের সন্ধানে রেজাখাঁর সিপাহীর দল সেখানে আসিয়া সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রকে বাঁধিয়া
লইয়া চলিল। বন্দী অবস্থায় সত্যানন্দ একটি সঙ্কেতসূচক গান গাহিয়া বিষক্রিয়ায় সংজ্ঞাহারা মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যার ব্যবস্থা করিবার জন্য শিষ্যগণকে আদেশ
দিলেন। এই সঙ্কেত বুঝিলেন জীবানন্দ। জীবানন্দ দেখিলেন কন্যাটি জীবিতা। কল্যাণীকে মৃতা বলিয়া মনে করিয়া সুকুমারীকে লইয়া তিনি তাঁহার
ভগ্নীর ওখানে রাখিতে গেলেন। এদিকে ভবানন্দ জানিতে পারিলেন গুরুদেব ও মহেন্দ্রকে সিপাহীরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের খবর লইতে ভবানন্দ
মুসলমান বেশে সহরের দিকে চলিলেন। পথিমধ্যে একটি নারীকে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া গাছগাছড়ার রস দিয়া তাহার জ্ঞানসঞ্চার
করিলেন। ভবানন্দ অজ্ঞাতে মহেন্দ্রের স্ত্রী কল্যাণীর রূপে আকৃষ্ট হইলেন। মঠে যে সন্তানগণ থাকেন তাঁহাদের ব্রহ্মচারীর জীবন কাটাইতে হয়। স্ত্রীলোক-
সংসর্গ তাঁহাদের নিকট নিষিদ্ধ। এদিকে মহেন্দ্রের মেয়েকে রাখিতে গিয়া জীবানন্দ তাঁহার স্ত্রী শান্তির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সন্তানধর্মের নিয়ম
অনুযায়ী ইন্দ্রিয়পরবশের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত, মৃত্যু। সন্তানেরা রক্ষিবর্গকে মারিয়া সহরের রাজকারাগার হইতে সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া আনিল।
মহেন্দ্র জানেন যে তাঁহার স্ত্রী-কন্যা মৃত। তিনি সন্তান-ব্রত গ্রহণ করিলেন। সেই ক্ষণে আর একটি তরুণও সন্তান-ব্রত গ্রহণ করিল, আসলে সে তরুণ
নয়—জীবানন্দের ব্রাহ্মণী তরুণী শান্তি। সত্যানন্দের কাছে তাহার ছদ্মবেশ ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। ইহার পর পদচিহ্ন গ্রামে মহেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত
হইল যুদ্ধোপকরণ—গোলাগুলি, কামান ও বন্দুক। মুসলমান ও ইংরাজ সৈন্য বার বার সন্তানদের নিকট পরাস্ত হইয়াছিল, ইতিহাসে লিখিত আছে।
কিন্তু আনন্দমঠ শুধু ইতিহাস নয়। আনন্দমঠ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বার বার দেশের উপর দিয়া সশস্ত্র ও
অহিংস বিপ্লবের ঝড় বহিয়া গেছে, সংগ্রামীদের বুকে জাগিয়াছে সাহস, হাতে তুলিয়া নিয়াছে হাতিয়ার, ছুটিয়া গিয়াছে রেগুলেশন লাঠির তলায়,
বেয়নেটের মুখে, ফাঁসির মঞ্চে। গৃহগত প্রাণকে আনন্দমঠ করিয়াছে বিপ্লব-পথের পথিক। যশ তাহাদের লুব্ধ করে নাই, সম্পদের মোহে হয়
নাই অন্ধ। ভাষা ও ভাবনায় অগ্নিঝরা কাহিনী রচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটা সমগ্র জাতিকে বিপ্লবের পথে চালিত করিয়া গিয়াছেন,
পরাধীন জাতির নিষ্পন্দ বুকে তিনি জোগাইছেন জীবন-কাঠি, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন 'বন্দেমাতরম' বীজ-মন্ত্রে। সাম্রাজ্যবাদ
নিধন-বজ্র রচনা করিতে বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহাদের নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আংশিকভাবে কল্পিত হইলেও সন্ন্যাসীরা ঐতিহাসিক, সন্ন্যাসী-যুদ্ধ
ঐতিহাসিক, একাধিক যুদ্ধে ইংরাজ সেনাধ্যক্ষের পরাজয় এবং মৃত্যুবরণও ঐতিহাসিক।
কিন্তু যে সেনানী দ্বারা পাঁচ ব্যাটালিয়ন ইংরাজ-সিপাহী পরাজিত হইয়াছিল, তাহার হোতা কে, নায়ক কে, তাহাদের শেষ-পরিণতি কিভাবে
হইল—আমাদের জাতীয়-জীবনের এই গৌরবময় পরিচ্ছেদ যথেষ্ট আলোকিত নয়। ধ্যান-নিষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র সেই অস্পষ্ট এবং হারাইয়া যাওয়া
ফাঁকগুলি তাঁহার বলিষ্ঠ চিন্তাধারায় পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। সন তারিখের
হিসাব হয়তো সেখানে সর্বত্র দেওয়া হয় নাই কিন্তু মুক্তি-পাগল এক
বঙ্গ-সেনানীর হৃদয়-রাজ্যের সত্যকার ইতিহাস—তাহাদের উদ্দীপনাময়
আশা-আকাঙ্খা ও দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী কাহিনী
হইল 'আনন্দমঠ'।

(তিন)

(শান্তির গান)

দশমহাবতার স্তোত্র হইতে

ম্লেচ্ছনিবহ নিধনে কলয়সি করবালম্
ধুমকেতুমিব কিমপি করালম্
কেশবধৃত কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে

(ছুই)

(শান্তির গান)

রচনা—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাওরে
সমরে চলিনু আমি, হামে না ফিরাওরে।
হরি হরি হরি হরি বলি রণরঙ্গে
ঝাঁপ দিব প্রাণ আজি সমর তরঙ্গে।
তুমি কার কে তোমার কেন এস সঙ্গে ;
মোর রমণীতে নাহি সাধ, রণজয় গাওরে।
পায়ে ধরি প্রাণনাথ আমা ছেড়ে যেওনা ;
ওই শুন বাজে ঘন রণজয় বাজনা।
নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ করি কামনা
উড়িল আমার মন ঘরে আর রব না
রমণীতে নাহি সাধ রণজয় গাওরে ॥

(চার)

(শান্তির গান)

রচনা—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে রোধিবে কে
হরে মুরারে হরে মুরারে হরে মুরারে ॥

(পাঁচ)

রচনা : কবি জয়দেব

(শান্তি ও জীবানন্দের গান)

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতি ঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তব বন্দনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন চকোরম্ ॥
প্রিয়ে চারুশীলে, মুঞ্চময়ি মানমনিদানম্।
স্বপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্
দেহি মুখকমলমধুপানম্।
ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্ ॥
ভবতু ভবতীহ ময়ি সতত মনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতি যত্নম্ ॥

(ছয়)

রচনা—কবি জয়দেব

(শান্তির গান)

শ্রিত কমলা কুচমণ্ডল ধৃত কুণ্ডল
কলিত ললিত বনমাল
জয় জয় দেব হরে ॥
দিনমনি মণ্ডল মণ্ডন ভব খণ্ডন
মুনিজন মানস হংস।
কালিয় বিষধর গঞ্জন জন রঞ্জন
যদুকুল নলিন দীনেশ ॥
মধুমুর নরক বিনাশন গড়ুরাসন
সুরকুল কেলি নিদান ॥
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু কুরুকুশলং প্রণতেষু ॥

(সাত)

দশমহাবতার স্তোত্র হইতে

সমবেত সঙ্গীত : সন্তানগণ

প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্,
বিহিত বহিত্র চরিত্রম্ খেদম্।
কেশবধৃত মীন শরীর জয় জগদীশ হরে ॥
ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে ;
ধরণিধারণকিন চক্রগরিষ্ঠে।
কেশবধৃত কুর্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না,
শশিনি কলঙ্ক-কলেব-নিমগ্না।
কেশবধৃত শূকর-রূপ জয় জগদীশ হরে ॥
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহ শ্রুতিজাতম্,
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্
কেশবধৃত কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥

(আট)

(শান্তির গান)

ক্ষণেক দাঁড়ায়ে রও।
চাঁদমুখখানি আগে নিরখিব
তবে সে মথুরা যাওগো—তবে সে মথুরা যাও ॥
আমার নয়ন চকোর যেমন পিতে চাহে ঐ বিধু
লুব্ধ ভ্রমর যেমন জিয়ায় পাইলে ফুলের মধু।
রাধার হিয়া যে তেমন জিয়ায়—
শ্যামনাম মধু পাইলে যে বঁধু
তেমন জিয়ায়, তেমন জিয়ায় গো ॥

(নয়)

রচনা—বি, এম, শর্মা

(শান্তির গান)

দিল্‌মেঁ বসালো হামেঁ দিল্‌মেঁ বসালো জী।
অপনা বনালো হামেঁ অপ্‌না বনালো জী।
ও—ইয়ে ব্যয়রী জগ্‌ হামেঁ তুম্‌হে মিল্‌নে ন দেগা।
চাহত কী কালিয়োঁকো খিলনে ন দেগা।
নয়নোঁমে ছুঁপালো হামেঁ নয়নোমে ছুঁপালো জী ;
ও জী।
অপ্‌না বনালো হামেঁ অপ্‌না বনালো জী ॥

প্রচার পরিচালনা

ফণীন্দ্র পাল ও ধীরেন মল্লিক

প্রাইমা ফিল্মসের পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।